সাপ্তাহিক পুস্তিকা: ৩৯৩
WEEKLY BOOKLET:393

ফয়যানে সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رضی اللہ عنہا

মানবরূপে হুর ০৫
প্রেমময় দৃশ্য ১৫
দোয়া কবুল হয় ০৮
১০ বিবির গল্প ২৪

اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہِ رَبِّ الۡعٰلَمِیۡنَ وَالصَّلٰوۃُ وَالسَّلَامُ عَلٰی سَیِّدِ الۡمُرۡسَلِیۡنَ ط
اَمَّا بَعۡدُ فَاَعُوۡذُ بِاللّٰہِ مِنَ الشَّیۡطٰنِ الرَّجِیۡمِ ط بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ ط

ফয়যানে সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا

দরূদ শরীফের ফযিলত

একবার এক ভিক্ষুক কাফেরদের নিকট ভিক্ষা চাইলে তারা ঠাট্টা করে আমিরুল মু'মিনীন হযরত মাওলা মুশকিল কুশা, আলীয়্যুল মুর্তাযা শেরে খোদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর নিকট পাঠায়, যিনি সামনেই উপবিষ্ট ছিলেন। সে উপস্থিত হয়ে ভিক্ষার হাত বাড়িয়ে দিল, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে তার হাতের তালুতে ফুঁক দিলেন এবং বললেন: মুষ্টি বন্ধ করে নাও এবং যারা পাঠিয়েছে তাদের সামনে গিয়ে খুলে দাও। (কাফেররা হাসছিল যে, খালি ফুঁ দিলে কীইবা হয়!) কিন্তু ভিক্ষুক যখন তাদের সামনে গিয়ে মুষ্টি খুললো, তখন তাতে একটি দীনার ছিল। তা দেখে অনেক কাফের মুসলমান হয়ে গেল। **(রাহাতুল কুলুব, পৃ. ১৪২)**

ভিরদ জিস নে কিয়া দুরূদ শরীফ
আওর দিল সে পড়া দুরূদ শরীফ
হাজাতে সব রাওয়া হুয়ে উস কি
হে আজাব কিমিয়া দুরূদ শরীফ

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

নেকীর দাওয়াতের মহান চেতনা

শাহজাদীয়ে কাওনাইন, তায়্যিবা, তাহিরা, আবিদা, যাহিদা, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর প্রিয় আব্বাজান, হাসনাইন করীমাইনের প্রিয় নানাজান, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর আক্বা ও মওলা, মক্কী মাদানী মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদা হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে আগমন করলেন, তখন তিনি দরজায় তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তারপরে তাঁকে দেখে কাঁদতে লাগলেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি আরয করলেন: আমি আপনার রং পরিবর্তন হওয়া ও কষ্টে থাকাটা দেখছি। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: হে ফাতিমা! আল্লাহ পাক তোমার পিতাকে এমন একটি কাজের জন্য পাঠিয়েছেন যে,, আল্লাহ তোমার পিতার মাধ্যমে সম্মানের সাথে এ কাজটি (অর্থাৎ দ্বীন ইসলাম) পৃথিবীর প্রত্যেক শহর ও গ্রামের প্রতিটি ঘরে পৌঁছে দিবেন। এই দ্বীন সেখান পর্যন্ত পৌঁছাবে যেখান পর্যন্ত রাত্রি পৌঁছাবে।

(মু'জামে কবীর, ২২/২২৫, হাদিস: ৫৯৫)

জুলুম, কুফফার কে হাসকে সেহতে রাহে
ফির ভি হার আন হক বাত কেহতে রাহে
কিতনে মেহনত সে কি তুম নে তাবলিগে দ্বীন
তুম পে হার দম করোড়ো দুরুদ ও সালাম

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ. ৬০৩,৬০৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হে আশিকানে সাহাবী ও আহলে বায়ত! আমাদের প্রিয় ও সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم দ্বীন ইসলামের বাণীকে অত্যন্ত কষ্টের সাথে প্রচার

www.dawateislami.net

করেছেন, এ ঘটনায় শাহজাদীয়ে কাওনাইন, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর রাসূলের প্রেমে কান্নাকাটি করার বর্ণনাও রয়েছে। আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মুহাম্মদে আরাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় ও সর্বকনিষ্ঠ শাহজাদী। তাঁর অন্য তিন বোনের মোবারক নাম হলো হযরত বিবি যায়নাব, হযরত বিবি রুকাইয়া এবং হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُنَّ।

শুভ জন্ম

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর নাম মোবারক হলো "ফাতেমা"। ইমাম আবদুর রহমান ইবনে জাওযী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন, নবুওয়াত ঘোষণার পাঁচ বছর পূর্বে হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জন্মগ্রহণ করেন। **(শারহুয যুরকানি আলাল মাওয়াহিব, ৪/৩৩১)**

যখন হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জন্মগ্রহণ করেন তখন তাঁর মুখমণ্ডলের নুর দ্বারা পুরো পরিবেশ আলোকিত হয়ে যায়।

(আর রাউদুল ফায়েক, পৃ. ২৭৪)

হযরত আনাস বিন মালিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন, আমার মা বলেছেন: كَانَتۡ كَالۡقَمَرِ لَيۡلَةَ الۡبَدۡرِ অর্থাৎ হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ছিলেন পূর্ণিমার রাতের চাঁদের মতো সুন্দর।" **(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৪/১৪৯, হাদিস: ৪৮১৩)**

মুবারক নামের প্রাসঙ্গিকতা এবং কিছু বিখ্যাত উপাধি

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! ফাতেমা শব্দটি "ফাতিম" থেকে উদ্ভূত, যার অর্থ হলো: "দূরে সরে যাওয়া", আল্লাহ পাক শাহজাদীয়ে কাওনাইন, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, তাঁর

www.dawateislami.net

সন্তান এবং তাঁর শুভাকাঙ্ক্ষীদের (অর্থাৎ প্রেমিকদের) জাহান্নামের আগুন থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন, তাই তাঁর নাম হলো "ফাতেমা"।

তাঁর অনেক উপাধি রয়েছে, "বাতুল" অর্থ বিচ্ছিন্ন হওয়া, কেটে যাওয়া, যেহেতু তিনি পৃথিবীতে বসবাস করেও পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন, দুনিয়ায় মন লাগাননি, তাই বাতুল উপাধি হয়েছিল, "যাহরা" অর্থ কলি, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ছিলেন "জান্নাতের কলি", তাঁর শরীর মোবারক থেকে জান্নাতের সুগন্ধি আসত, যার ঘ্রাণ রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم নিতেন, তাই তাঁর উপাধি হলো "যাহরা"। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৫২, ৪৫৩)**

বাতুল ও ফাতেমা, যাহরা লাকাব ইস ওয়াস্তে পায়া
কেহ দুনিয়া মে রাহে আউর দ্বীঁ পাতা জান্নাত কি নিগহাত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃ. ৩৩)

ফারুকের আযম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ভক্তি

মুসলমানদের দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুকে رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে গিয়ে বললেন: হে ফাতেমা! আল্লাহর শপথ! আপনার চেয়ে আমি কাউকে হুযুরে আকরাম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় দেখিনি এবং আল্লাহর শপথ! আপনার সম্মানিত পিতার পরে মানুষের মধ্যে কেউই আপনার চেয়ে আমার কাছে অধিক প্রিয় নয়। **(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৪/১৩৯, হাদিস: ৪৭৮৯)**

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মহিমা ও মাহাত্ম্য সম্পর্কে অনেক হাদিসে মুবারাকা রয়েছে। বরকত লাভের জন্য কয়েকটি উপস্থাপন করছি।

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ৫টি বাণী

(১) সায়্যিদাকে ভালোবাসা পোষনকারী জাহান্নাম থেকে মুক্ত

اِنَّمَا سُمِّيَتْ فَاطِمَةُ لِاَنَّ اللّٰهَ فَطَمَهَا وَمُحِبِّيْهَا عَنِ النَّارِ অনুবাদ: তাঁর (অর্থাৎ আমার কন্যার) নাম রাখা হয়েছে ফাতেমা, এই কারণে রাখা হয়েছে যে, আল্লাহ পাক তাঁকে ও তাঁর প্রতি ভালোবাসা পোষণকারীকে জাহান্নাম থেকে মুক্তি দিয়েছেন। **(কানযুল উম্মাল, ১২/৫০, হাদিস: ৩৪২২২)**

(২) মানবরূপে হুর

"আমার মেয়ে ফাতেমা মানবরূপে হুরদের ন্যায় হায়েয ও নিফাস থেকে পবিত্র।" **(কানযুল উম্মাল, ১২/৫০, হাদিস: ৩৪২২১)**

(৩) যারা তাঁর প্রিয় তারা আমারও প্রিয়

"ফাতেমা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) আমার দেহের অংশ (টুকরো), যা তাঁর অপছন্দ, তা আমারও অপছন্দ, যা তাঁর পছন্দ, তা আমারও পছন্দ, কিয়ামতের দিন আমার বংশ, আমার মাধ্যম এবং আমার বৈবাহিক সম্পর্ক ব্যতীত সমস্ত বংশ ছিন্ন হয়ে যাবে।" **(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৪/১৪৪, হাদিস: ৪৮০১)**

(৪) হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সন্তুষ্টি ও অসন্তুষ্টি

"তোমার (অর্থাৎ হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর) অসন্তুষ্টি দ্বারা আল্লাহ অসন্তুষ্ট হন এবং তোমার সন্তুষ্টিতে আল্লাহ সন্তুষ্ট হন।"

(মুসতাদরাক লিল হাকিম, ৪/১৩৭, হাদিস: ৪৭৮৩)

(৫) জান্নাতি মহিলাদের প্রধান

ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমার এক টুকরো, যে তাঁকে অসন্তুষ্ট করলো, সে আমাকে অসন্তুষ্ট করলো। আর একটি বর্ণনায় রয়েছে, তাঁর পেরেশানি আমার পেরেশানি আর তাঁর কষ্ট আমার কষ্ট।

(মিশকাতুল মাসাবীহ, ২/৪৩৬, হাদিস: ৬১৩৯)

সায়্যিদা, যাহিদা, তায়্যিবা, তাহিরা
জানে আহমদ কি রাহাত পে লাখো সালাম

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ. ৩০৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

স্বাগতম আমার কন্যা!

নানায়ে হাসানাইন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর শাহজাদী হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে অগাধ ভালবাসতেন, সুতরাং হাদিসে পাকে বর্ণিত আছে যে, যখন তিনি আগমন করতেন তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে مَرۡحَباً بِابۡنَتِیۡ অর্থাৎ স্বাগতম আমার কন্যা!” বলে স্বাগত জানাতেন এবং নিজের সাথে বসাতেন। **(বুখারী, ২/৫০৭, হাদিস: ৩৬২৩)**

হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুখে হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাহাত্ম্য

সমস্ত মুসলমানদের প্রিয় আম্মাজান, হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা, তায়্যিবা, তাহেরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি চালচলন, চেহারা ও আকৃতি এবং কথাবার্তায় বিবি ফাতেমার চেয়ে বেশি কাউকে প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর চেয়ে অধিক সাদৃশ্যপূর্ণ দেখিনি আর যখন হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ

www.dawateislami.net

প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হতেন, তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁকে স্বাগত জানাতে দাঁড়িয়ে যেতেন, তাঁর হাত ধরে চুমু খেতেন এবং তাঁকে নিজের জায়গায় বসাতেন আর যখন হুযুর নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم বিবি ফাতেমার নিকট যেতেন তখন তিনিও হুযুর পুরনূর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে সম্মান জানানোর জন্য দাঁড়াতেন এবং রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর হাত মোবারক ধরে চুম্বন করতেন এবং নিজের জায়গায় বসাতেন। **(আবু দাউদ, ৪/৪৫৪, হাদিস: ৫২১৭)** হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا বলেন: আমি হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর চেয়ে সত্যবাদী তাঁর পিতা ব্যতীত আর কাউকে দেখিনি। **(মুসনাদে আবী ইয়ালা, ৪/১৯২, হাদিস: ৪৬৮১)**

রাসূলুল্লাহ কি জীতি জাগতি তাসভির কো দেখা
কিয়া নাযারা জিন আঁখো নে তাফসীরে নবুয়ত কা

(দিওয়ানে সালিক, পৃ. ৩৩)

আহ! সায়্যিদা হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ভালোবাসা ও ভক্তির দাবীদাররাও সুন্নাতকে আপন করে নিন এবং নিজের উঠা বসা, আচার আচরণ সুন্নাত অনুযায়ী করে নিন। আহ! শত কোটি আহ! আমরা সবাই যদি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সুন্নাতের জীবন্ত চিত্র হয়ে যেতাম।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ইবাদত

মুস্তফার নাতি, মুরতাযার কলিয়ার টুকরো, ফাতেমার নয়নমনি হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আমার সম্মানিতা

www.dawateislami.net

আম্মাজান হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে দেখলাম যে, রাত্রিবেলা মসজিদে বায়তের (অর্থাৎ ঘরে নামায আদায়ের বিশেষ স্থান) মেহরাবে নামায পড়তেন, এমনকি ফজরের নামাযের সময় হয়ে যেত, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا মুসলিম নর-নারীর জন্য অনেক বেশি দোয়া করতেন।

(মাদারিজুন নবুওয়াত, ২/৫৪৩)

শুক্রবার আসরের পর দোয়া

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا জুমার দিন আসরের পর নিজে হুজরায় বসতেন আর তাঁর খাদেমা ফিদ্বা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বাইরে দাঁড় করাতেন, যখন সূর্য অস্তমিত হওয়ার উপক্রম হতো তখন খাদিমা তাঁকে জানাতেন, তাঁর সংবাদ শুনে হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর হাত দোয়ার জন্য তুলে দিতেন। **(মিরআতুল মানাজীহ, ২/৩২০)**

দোয়া কবুল হয়

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: জুমার দিন এমন একটি মুহূর্ত রয়েছে যে, কোনো মুসলমান যদি তা পেয়ে ওই সময় আল্লাহ পাকের নিকট কিছু চায়, তবে আল্লাহ পাক অবশ্যই তাকে দান করবেন এবং ওই মুহূর্ত খুবই সংক্ষিপ্ত। **(মুসলিম, পৃ. ৩৩০, হাদিস: ১৯৭৩)**

বাহারে শরীয়ত প্রণেতার বাণী

হযরত আল্লামা মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ আমজাদ আলী আযমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: দোয়া কবুল হওয়ার সময় সম্পর্কে দু'টি দৃঢ় মত রয়েছে: (১) ইমামের খুতবার জন্য বসা থেকে নামায শেষ করা পর্যন্ত (২) জুমার দিনের শেষ প্রহর। **(বাহারে শরীয়ত, ১/৭৫৪, অধ্যায়: ৪)**

www.dawateislami.net

শাহজাদীয়ে কাওনাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বিবাহ উৎসব

খাতুনে জান্নাত হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর বরকতময় বিবাহ ২য় হিজরী সফর বা রজব শরীফ বা রমযানুল মুবারকে মাসে হয়। **(ইত্তেহাফুস সা'য়েল লিল-মানাভী, পৃ. ৩৩)**

মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ কে ঘর উপহার দিলেন

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীউল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর ঘর প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ঘর মুবারক থেকে দূরে ছিলো, তাই হযরত সাহাবীয়ে রাসূল হযরত হারিস বিন নোমান رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক ঘরের নিকটবর্তী নিজের একটি ঘর হযরত আলী ও ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا কে প্রদান করেন। **(তাবাকাতে লিইবনে সা'দ, ৮/১৯)**

যখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর বিবাহের সময় হলো তখন সকল মুসলমানের প্রিয় আম্মাজান হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা ও হযরত বিবি উম্মে সালামা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বাতাহা নামক উপত্যকা থেকে মাটি আনিয়ে তার ঘরের মেঝে লেপে দেন, অতঃপর নিজের হাতে খেজুর গাছের ছাল ঠিক করে দু'টি তোষক প্রস্তুত করেন, তাঁদের খাওয়ার জন্য খেজুর ও কিসমিস রাখলেন এবং পান করার জন্য ঠান্ডা পানির ব্যবস্থা করলেন, অতঃপর ঘরের এক কোণে কাঠের পিলার স্থাপন করলেন যাতে এর উপর মশক ও কাপড়চোপড় ইত্যাদি ঝুলানো যায়, অতঃপর বললেন: আমরা ফাতেমার বিয়ের চেয়ে উত্তম বিবাহ দেখিনি। **(ইবনে মাজাহ, ২/৪৪৪, হাদিস: ১৯১১)**

www.dawateislami.net

মুবারক উপঢৌকন

মালিকে কাওনাইন, নানায়ে হাসনাইন صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন তাঁর প্রিয় ও আদরের শাহজাদী হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে বিবাহ দিলেন, তখন কিছু বর্ণনা অনুযায়ী তাঁর বরকতময় উপঢৌকনের মধ্যে একটি চাদর, খেজুর গাছের ছাল ভরা একটি বালিশ, একটি বাটি, দুটি মটকা এবং আটা পেশার দুটি চাক্কি ছিল।

(মুসনাদে ইমাম আহমাদ, ১/২২৩, হাদিস: ৮১৯। মু'জামে কবির, ২৪/১৩৭, হাদিস: ৩৬৫)

সায়্যিদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুবারক পারিবারিক জীবন

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: গৃহস্থালির কাজ (যেমন; পেষণ, ঝাড়ু দেওয়া, রান্না করার কাজ ইত্যাদি) হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا করতেন এবং বাইরের কাজ (যেমন; বাজার থেকে জিনিসপত্র আনা, উটকে পানি পান করানো ইত্যাদি) আমি করতাম। **(মুসান্নাফে ইবনে আবী শায়বা, ৮/১৫৭, হাদিস: ১৪)** হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আমার পাশে নিজের হাতে চাক্কি পিষতেন, যার কারণে তাঁর হাতে দাগ পড়ে যেত এবং নিজেই পানির মশক ভরে আনতেন আর ঘরে ঝাড়ু ইত্যাদি নিজেই দিতেন। **(আবু দাউদ ৪/৪১০, হাদিস: ৫০৬৩)**

আল্লাহ পাকের অনুগ্রহে উভয় জগতের মালিক ও মুখতার صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর শাহজাদী হয়ে হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا অত্যন্ত সাদাসীধে জীবনযাপন করে দেখিয়েছেন। তাঁর নিকট একটাই বিছানা ছিল আর তাও ভেড়ার একটি চামড়া, যা রাতে বিছিয়ে বিশ্রাম নেওয়া হত, অতঃপর সকালে এই চামড়ায় ঘাস দানা ঢেলে উটের জন্য চারণের ব্যবস্থা করা হত এবং বাড়িতে কোনো চাকরও ছিল না। **(তাবাকাতে লিইবনে সা'দ, ৮/১৮)**

www.dawateislami.net

শাশুড়ি ও পুত্রবধূ

শাহজাদীয়ে কাওনাইন, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁর শাশুড়ি (অর্থাৎ মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মা হযরত ফাতেমা বিনতে আসাদ رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর) কার্যত খেদমত করে বর্তমানের পুত্রবধূদের জন্য শাশুড়ির সাথে সদাচরণ করার সুন্দর দৃষ্টান্ত প্রদান করেছেন, মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলা আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর অন্যান্য গুণাবলীর পাশাপাশি এর (অর্থাৎ শাশুড়ির সাথে সদ্ব্যবহার) কেও স্বীকার করতেন, যেমনটি তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ তাঁর সম্মানিতা আম্মাজানকে বলেন: "ফাতেমা যাহরা আপনাকে ঘরের কাজের ব্যাপারে নিশ্চিন্তে রাখবে।" **(আল ইসাবা, ৮/২৬৯)**

হে আশিকানে সাহাবী ও আহলে বায়ত! শাহজাদীয়ে কাওনাইন, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুবারক জীবন, বিশেষ করে আমাদের ইসলামী বোনদের জন্য খুবই অনুকরণীয়, যদি হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমাদের ইসলামী বোনেরা সরলতা অবলম্বন করে, তাহলে স্বল্প আয়েও এ ঘর চালাতে পারবে, যেমনটি আমাদের প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর প্রিয় শাহজাদী বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا করে দেখিয়েছেন। তেমনই পুত্রবধূরা যদি শাশুড়ির সাথে নিজের মায়ের মতো সদাচরণ করে, আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টির জন্য তার সুখ দুঃখে অংশীদার হয়, তাহলে ঘর শান্তির নীড় হয়ে উঠতে পারে, বরং "পুত্রবধূ" শ্বশুরবাড়িতে "রানী" হয়েই থাকবে। যদি সায়্যিদা ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমারদের ইসলামী বোনেরা শরীয়ত ও সুন্নাত অনুযায়ী সুন্নাতে ভরা, নেকীতে ভরা, ইবাদত ও বন্দেগিতে ভরা জীবন যাপন করে এবং তাঁদের সন্তানদেরও তা

www.dawateislami.net

মেনে চলতে উৎসাহিত করে, তাহলে اِنۡ شَآءَ الله তাদের কোলে বেড়ে ওঠা শিশুরাও সত্যিকারে আহলে বায়তের প্রেমিক ও গোলামে হাসানাইনে কারীমাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا হবে। আহ! আমাদের যেন সত্যিকার অর্থে হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা নসীব হয়ে যায়। কেউ কী চমৎকার বলেছেন:

চু যাহরা বাশ আয মাখলুখ রু পোশ
কেহ দর আগোশ শাব্বিরে বাহ বিনি

অর্থাৎ হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ন্যায় পরহেযগার ও পর্দাশীল হও, যাতে নিজের কোলে হযরত শাব্বির, ইমাম হোসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর মতো সন্তান দেখতে পাও।

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ এর পক্ষ থেকে বিবাহ উপলক্ষে নববধূকে দেওয়া চিঠির কিছু অংশ

আল্লাহ পাক আপনাকে উভয় জগতে সদা হাসিখুশি রাখুক, আপনার সুখকে দীর্ঘায়িত করুক, আল্লাহ পাক আপনাকে মদীনা মুনাওয়ারা শরীফের চিরবসন্তময় ফুলের মতো সর্বদা হাস্যোজ্জ্বল রাখুক। আপনার রোগবালাই, পেরেশানি সমূহ, পারিবারিক অনৈক্য, অভাব অনটন, ঋণের বোঝা দূর হোক। দাম্পত্য জীবন সুখে শান্তিতে কাটুক। নেককার সন্তান দ্বারা কোল ভরা থাকুক, বারবার হজের সৌভাগ্য লাভ হোক এবং প্রিয় মদীনা চুমু খাওয়া নসিব হোক। اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

এই পাঁচটি মাদানী ফুল আপনার হৃদয়ের মাদানী তোড়ায় সাজিয়ে নিন اِنۡ شَآءَ الله ঘর শান্তির নীড় হয়ে উঠবে: (১) শাশুড়ি ও ননদকে কোনো

www.dawateislami.net

অবস্থাতেই বিগড়াবেন না। তাদের বেশি বেশি সেবা করতে থাকুন। যদি তারা বিদ্রুপ করে তবে চুপ থাকুন। (২) শাশুড়ি যদিও ধমক দেয় তবে আপনার মায়ের কল্পনা করুন যে, তিনি ধমক দিচ্ছেন, তাহলে ধৈর্যধারন করা সহজ হবে। اِنۡ شَآءَ الله (৩) আপনি কখনো শাশুড়ির রেগে যাওয়াতে যদি প্রতিউত্তরে রাগ দেখান, তবে "সমাধান" কঠিন হবে। (৪) শ্বশুরবাড়ির "অসদাচরণ" এর ফরিয়াদ নিজের বাড়িতে করা, ভবিষ্যতে গিয়ে ধ্বংসাত্মকতাকে স্বাগত জানানোই হবে। অতএব ধৈর্যের পাশাপাশি এই নীতির উপরও অটল থাকুন যে, "এক চুপ শত সুখ" কে গ্রহণ করে প্রতিউত্তরে শুধু কল্যাণের দোয়া করুন। (৫) সাধারণত আজকাল শ্বশুড়বাড়ির পক্ষ থেকে পুত্রবধূর বিরুদ্ধে "জাদু করে, স্বামীকে নিয়ন্ত্রণ করে নিয়েছে" ইত্যাদির অভিযোগ করা হয়ে থাকে, আল্লাহ না করুক যদি আপনার সাথে এরকম ঘটে তাহলে আবেগী হওয়ার পরিবর্তে কৌশল অবলম্বন এবং অত্যন্ত নম্রতার সাথে কাজ আদায় করুন। দিনের বেলা আপনার কক্ষ বন্ধ রাখবেন না, পরিবারের অন্যান্য সদস্যদের উপস্থিতিতে স্বামীর সাথে "কানাকানি" করবেন না। স্বামীর উপস্থিতিতেও শাশুড়ি বা ভাবীর সঙ্গে বসে চা ইত্যাদি পান করুন। তার সামনে কখনো মুখ বিগড়ে রাখবেন না, রাগ প্রকাশের জন্য বাসনপত্র জোরে ফেলবেন না। বাচ্চাদের এমনভাবে ধমকাবেন না যাতে তারা মনে করে যে, আমাদেরকে শুনাচ্ছে এবং লাঞ্ছিত করা হচ্ছে। ধোয়ার কাজে প্রফুল্লতা প্রকাশ করুন, অর্থাৎ অপবিত্রতাকে অপবিত্রতা (অর্থাৎ অপবাদকে হাঙ্গামা দ্বারা) পবিত্র করার পরিবর্তে (কৌশল ও উত্তম আচরণের) পানি দ্বারাই পবিত্র করা যায়। এভাবে আপনি اِنۡ شَآءَ الله আপনার শ্বশুরবাড়িতে প্রিয়ভাজন হয়ে যাবেন এবং জীবনও আনন্দদায়ক হয়ে যাবে, শ্বশুরবাড়ির জন্য দোয়া করতে অবহেলা

www.dawateislami.net

করবেন না, কারণ দোয়া দ্বারা বড় বড় সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। নিয়মিত নামায রোযা আদায় করতে থাকুন, শরয়ী পর্দার ব্যবস্থা করুন। মনে রাখবেন! দেবর ও জেটুসের সাথেও পর্দা রয়েছে। নিজের ঘরে "ফয়যানে সুন্নাত" এর দরস অব্যাহত রাখুন। নীরবতার অভ্যাস করুন, কারণ বেশি কথা বললে ঝগড়ার আশঙ্কা বৃদ্ধি পায়। ফ্যাশন করার পরিবর্তে সুন্নাতী পথ অবলম্বন করুন, কেননা এতেই কল্যাণ রয়েছে। আমি গুনাহগারের জন্য মদীনার বিরহ ও মাগফিরাতের দোয়া করতে থাকুন। আমার এই চিঠিটা যদি আপনার পছন্দ হয়, তাহলে লেমেনেটিং করিয়ে নিন, এবং আল্লাহ না করুক, যদি কখনও ঘরোয়া ঝগড়া হয়, তবে পড়ে নিন। اَلسَّلَامُ مَعَ الْاِکْرَام **(সুন্নাতে নিকাহ, পৃষ্ঠা ৫৮)**

মাদানী বেটি কা খোদায়া ঘর সদা আবাদ রাখ
ফাতেমা যাহরা কা সদকা দোজাহাঁ মে শাদ রাখ

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ. ৬৮০)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পবিত্র সন্তান সন্ততি

হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর তিনজন শাহজাদা: (১) হযরত ইমাম হাসান মুজতবা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, হযরত ইমাম হুসাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও (৩) হযরত মুহসীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ আর তিনজন শাহজাদী: (১) হযরত সায়্যিদা বিবি যায়নাব رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, (২) হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও (৩) হযরত বিবি উম্মে কুলসুম رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। **(শানে খাতুনে জান্নাত, পৃষ্ঠা ২৫৬-২৬৩) (ইজমাল তরজুমায়ে ইকমাল, পৃষ্ঠা ৭২)** হযরত মুহসীন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও শাহজাদী হযরত বিবি রুকাইয়া رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ইন্তিকাল শরীফ তো শৈশবেই হয়ে গিয়েছিলো,

www.dawateislami.net

তাই ইতিহাস ও জীবনীর কিতাবে তাঁদের আলোচনা খুবই কম পাওয়া যায়।

শাহজাদীয়ে কাওনাইন رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরে রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর আগমন

সাহাবীয়ে রাসূল হযরত আবদুল্লাহ ইবনে ওমর رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُمَا বলেন: রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন সফরের নিয়ত করতেন তখন সবার শেষে হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে সাক্ষাৎ করতেন এবং যখন সফর থেকে ফিরে আসতেন তখন সর্বপ্রথম তাঁর সাথে সাক্ষাৎ করতেন। **(মুস্তাদরাক লিল হাকিম, ৪/১৪১, হাদিস: ৪৭৯২)**

হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জন্য দোয়া

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم যখন নামাযের জন্য তাশরীফ নিয়ে যেতেন আর পথে হযরত সায়্যিদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ঘরের পাশ দিয়ে যেতেন এবং ঘর থেকে চাক্কি চলার আওয়াজ শুনতেন, তখন আল্লাহ পাকের দরবারে দোয়া করতেন: হে পরম দয়ালু ও করুণাময়! ফাতেমা (رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا) কে সাধনা ও অল্পেতুষ্টতার কল্যাণময় প্রতিদান দান কর এবং তাঁকে দারিদ্রতার উপর অবিচল থাকার তৌফিক দান কর।

(সফিনায়ে নূহ, ২য় খণ্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা)

প্রেমময় দৃশ্য এবং প্রেমময় উত্তর

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ একদা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে আরয করলেন: ইয়া রাসূলাল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم! আপনার কি সে (হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ)

www.dawateislami.net

আমার চেয়ে বেশি প্রিয়, নাকি আমি? তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم খুবই সুন্দর উত্তর ইরশাদ করলেন: সে আমার নিকট তোমার চেয়ে বেশি এবং তুমি তাঁর চেয়ে বেশি প্রিয়। **(মুসনাদে হামিদী, ১/২২, হাদিস: ৩৮)**

হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সত্যতা

হে আশিকানে সাহাবা ও আহলে বায়ত! হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এবং সকল উম্মাহাতুল মুমিনীন (অর্থাৎ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর পবিত্র স্ত্রীগণ, যাঁরা সকল মুসলমানের মা) একে অপরকে ভালবাসতেন। যেমনটি বর্ণিত আছে যে, হযরত জমীই বিন উমাইর তাইমী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: আমি আমার ফুফুর সাথে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর খেদমতে উপস্থিত হলাম, তখন তাঁকে জিজ্ঞেস করা হলো: হুযুর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট কে বেশি প্রিয় ছিল? বললেন: ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। অতঃপর জিজ্ঞেস করা হলো: পুরুষদের মধ্যে কে? বললেন: তাঁর স্বামী। যতটুকু আমি জানি তিনি অনেক বেশি রোযা রাখেন এবং অধিকহারে কিয়াম করেন। **(তিরমিযী, ৫/৪৬৮, হাদিস: ৩৯০০)**

হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ ছিলেন প্রকৃত আহলে বায়ত ও সাহাবায়ে কিরামের আশিক এবং তিনি তাঁর অনেক লেখনীতে হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর শান ও মাহাত্ম্য বর্ণনা করেছেন। বরং তিনি সায়্যিদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মানকাবাতও লিখেছেন। সম্ভবত এসব বরকতের ফলেই হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর ও মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ এর ইন্তিকালের তারিখ একই (অর্থাৎ ৩য় রমযানুল মুবারক)। হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ তিরমিযী শরীফে বর্ণিত হাদীসে পাকের ব্যাখ্যায়

www.dawateislami.net

লিখেছেন: এটেই হলো হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সততা যে, তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এটি বলেননি যে, নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট সবচেয়ে বেশি প্রিয় "আমি" এবং আমার পর আমার সম্মানিত পিতা বরং যা তাঁর জ্ঞান অনুযায়ী সত্য ছিল তা স্পষ্টভাবে বলে দিয়েছেন, যদি একই প্রশ্ন হযরত ফাতিমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে করা হতো তখন তিনি বলতেন: প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সবচেয়ে প্রিয় ছিলেন হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, অতঃপর তাঁর পিতা। জানা গেল যে, তাঁদের অন্তর একেবারে পবিত্র পরিচ্ছন্ন ছিল। আফসোস সেসব লোকদের উপর, যারা এই মহান ব্যক্তিদেরকে একে অপরের শত্রু বলে। মনে রাখবেন যে, ভালোবাসা অনেক ধরনের হয়ে থাকে এবং প্রিয় হওয়ার প্রকৃতিও ভিন্ন, সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় হযরত ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا, ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে প্রিয় আলী মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ, সম্মানিত স্ত্রীগণের মধ্যে সবচেয়ে বেশি প্রিয় হযরত আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৮/৪৬৯)**

উস মুবারক মা পে সদকা কিউ না হোঁ সব আহলে দ্বীঁ
জো হো উম্মুল মুমিনীন বিনতে আমীরুল মুমিনীঁ
কিয়া মুবারক নাম হে অউর কেয়সা পেয়ারা হে লকব
আয়েশা মাহবুবায়ে মাহবুবে রাব্বুল আলামীঁ

(দিওয়ানে সালিক, পৃ. ৮৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ভালবাসার নির্দেশ

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم একদিন খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে ইরশাদ করলেন: হে আমার কন্যা! তুমি কি তাকে

www.dawateislami.net

ভালোবাসবে না যাকে আমি ভালোবাসি? তিনি উত্তরে আরয করলেন: কেন নয়। তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: তাহলে তাঁকে (অর্থাৎ হযরত আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে) ভালোবাসো। **(মুসলিম, পৃ. ১০১৭, হাদিস ৬২৯০)**

আয়ায়ে তাতহীর মে হে উন কি পাকি কা বয়াঁ
হে ইয়ে বিবি তাহেরা শাওহার ইমামুত তাহিরীঁ

তাসবীহে ফাতেমা

খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মুবারক হাতে চাক্কি (তে আটা পেষার) কারণে ফোস্কা পড়ে গিয়েছিল, যা ব্যথার কারণ হতো, একবার তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا খাদেমা নেওয়ার জন্য প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হলেন, কিন্তু রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর সাথে সাক্ষাৎ হলো না। তবে হযরত বিবি আয়েশা সিদ্দিকা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর সাথে সাক্ষাৎ হয়ে গেলো এবং তাঁকে নিজের উদ্দেশ্য বললেন। যখন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ঘরে তাশরীফ আনলেন তখন হযরত বিবি আয়েশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا তাঁকে হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর আগমনের সংবাদ দেন। রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم তাঁর কলিজার টুকরার ঘরে তাশরীফ আনলেন এবং ইরশাদ করলেন: আমি কি তোমাকে এমন একটি আমলের কথা বলব না, যা তোমার চাওয়ার চেয়েও উত্তম হবে? যখন তুমি ঘুমানোর জন্য যাবে তখন ৩৩ বার سُبۡحَانَ اللّٰہ ৩৩ বার اَلۡحَمۡدُ لِلّٰہ এবং ৩৪ বার اَللّٰہُ اَکۡبَرُ বলে নাও, এটি তোমার জন্য খাদেমা থেকে উত্তম। **(বুখারী, ২/৫৩৬, হাদিস: ৩৭০৫)**

হযরত আল্লামা বদরুদ্দীন মাহমুদ আইনী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: হয়তো আল্লাহ পাক এই তাসবীহ পাঠকারীকে এমন শক্তি দান করবেন, যার ফলে

www.dawateislami.net

তার জন্য কঠিন কাজগুলো সহজ হয়ে যাবে এবং তার খাদেমের প্রয়োজন হবে না অথবা এই তাসবীহের পরকালীন সাওয়াব দুনিয়াতে খাদেমের খেদমতের উপকারীতার চেয়েও বেশি উত্তম।

(উমদাতুল ক্বারী, ১৪/৩৭৪, ৫৩৬১নং হাদীসের পাদটিকা)

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত আলীয়্যুল মুরতাযা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: "এরপর আমি আর এই অযিফাটি কখনো ত্যাগ করিনি।" **(সুনানে কুবরা লিন নাসায়ি, ৬/২০৪, হাদিস: ১০৬৫২)** একে "তাসবীহে ফাতিমা" বলা হয় এবং সিলসিলায়ে আলিয়া কাদেরিয়ায় এর উপর আমল করার জন্য বিশেষভাবে উৎসাহিত করা হয়। আমাদেরকেও নিজেদের জীবনে কিছু না কিছু অযিফা পড়ার অভ্যাস গড়ে তোলা উচিত, কারণ এগুলো রূহানী এবং শারীরিক দিক দিয়ে অত্যন্ত উপকারী।

পর্দার প্রতীক

সায়্যিদা খাতুন জান্নাত, শাহজাদীয়ে কাওনাইন বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর পর্দার কী অনন্য শান, বরং তিনি এমন শান ও মর্যাদাবান যে, তাঁর মুবারক সত্তা, তাঁর মুবারক নাম লজ্জা ও পর্দার প্রতীক হয়ে গেছে। বড় বড় ওলামা ও মাশায়েখগণ (كَثَّرَهُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ আল্লাহ পাক তাদের সংখ্যা বৃদ্ধি করুক) যখন পর্দার ব্যাপারে দোয়া করেন, তখন এভাবে আরয করেন: হে আল্লাহ পাক! আমাদের পুত্রবধূ ও কন্যাদেরকে "সায়্যিদা যাহরা" এর পর্দার সদকা নসিব কর।

মহিলাদের জন্য কল্যাণ

খাদেমে নবী হযরত আনাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: একদা রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: "মহিলাদের জন্য কোন বিষয়ে কল্যাণ

www.dawateislami.net

রয়েছে?” সাহাবায়ে কিরাম عَلَيۡهِمُ الرِّضۡوَان বললেন: “আমরা বুঝতে পারছিলাম না যে, আমরা কি উত্তর দেব।” হযরত আলীয়্যুল মুরতাদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ হযরত ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর কাছে গেলেন এবং তাঁকে এ সম্পর্কে বললেন তখন তিনি বললেন: “আপনি রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে এটি কেন আরয করেননি যে, মহিলাদের জন্য কল্যাণ এতেই যে, তারা (নামুহরিম) পুরুষকে দেখবে না এবং না (নামুহরিম) পুরুষ তাকে দেখবে।” তখন হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর দরবারে উপস্থিত হয়ে এ কথা বললেন, রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم জিজ্ঞেস করলেন: “এ কথা তোমাকে কে বলেছে?” আরয করলেন: “ফাতেমা।” তখন রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করলেন: “ফাতেমা আমার কলিজার টুকরা।”

(হিলয়াতুল আউলিয়া, ২/৫০, নাম্বার: ১৪৪৪। মওসুআতু লি ইবনে আবিদ দুনিয়া, ৮/৯৭, হাদিস: ৪১২)

জানাজায় পর্দার ব্যবস্থা

মুসলমানদের চতুর্থ খলিফা, হযরত মাওলা আলী মুশকিল কুশা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ বলেন: “হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ইন্তিকালের সময় ওসিয়ত করেছিলেন যে, যখন আমি দুনিয়া থেকে বিদায় নিব, তখন আমাকে রাত্রিবেলা দাফন করবেন, যাতে কোন পরপুরুষের দৃষ্টি আমার লাশের উপর না পড়ে।” **(মাদারিজুন নবুয়ত, ২/৪৬১)**

সায়্যিদায়ে কায়েনাত, খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর এ বিষয়ে সংশয় ছিল যে, জীবদ্দশায় আমি তো পরপুরুষ থেকে নিজেকে রক্ষা করেছি, এখন যেন মৃত্যুর পর আমার লাশের উপর মানুষের দৃষ্টি না পড়ে যায়! এক জায়গায় হযরত বিবি আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا আরয করলেন: আমি হাবশায় দেখেছি

www.dawateislami.net

যে, জানাযার উপর গাছের ডালপালা বেঁধে একটি পালকির আকৃতি তৈরি করে তার ওপর পর্দা ঢেলে দেয়া হয়। অতঃপর তিনি খেজুর গাছের ডাল আনিয়ে সেগুলো সংযুক্ত করলেন, অতঃপর তার উপর একটি কাপড় জড়িয়ে সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে দেখালেন, এতে তিনি رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا খুব খুশি হলেন। **(জযবুল কুলুব, পৃষ্ঠা ১৫৯)**

ইসলামে প্রথম মহিলা

হযরত আল্লামা ইবনে আবদুল বার رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: ইসলামে সায়্যিদা, তৈয়্যবা, তাহিরা, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ই ছিলেন "প্রথম মহিলা" যার মোবারক জানাযা এভাবে গোপন রাখার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। **(সীয়রে আলামিন নুবালা, ৩/৪৩১)**

হযরত আল্লামা মুফতি আহমদ ইয়ার খান নাঈমী رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ বলেন: মনে রাখবেন যে, (কিয়ামতের দিন) পবিত্র স্ত্রীগণ ও ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا পর্দা সহকারে উঠবেন, কারণ তাঁরা আল্লাহর বিশেষ আউলিয়ার অন্তর্ভুক্ত। **(মিরআতুল মানাজীহ, ৭/৩৬৯)**

আমীরে আহলে সুন্নাত دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ ইসলামী বোনদের বুঝানোর জন্য লিখেন:

আয় মেরী বেহনো! সদা পর্দা কারো
তুম গলি কুঁচোঁ মে মত ফিরতি রাহো
আপনে দেওর জেঠ সে পর্দা কারো
উন সে হারগিয বে তাকাল্লুফ মত বানো

(ওয়াসায়িলে বখশীশ, পৃ. ৭১৪)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب!　　صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর বিরহ

খাতুনে জান্নাত, হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে অগাধ ভালোবাসতেন, এ কারণেই নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তিকাল শরীফে তিনি গভীরভাবে শোকাহত হয়েছিলেন। যার বহিঃপ্রকাশ তিনি এভাবে করেন: (প্রিয় নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তিকাল শরীফে) যে বিরহ আমার হয়েছে যদি সেই বিরহ "দিন" এর উপর আসতো তাহলে তা "রাত" হয়ে যেতো।

(মিরকাতুল মাফাতীহ, ১০/৩০৫, ৫৯৬১ নং হাদীসের পাদটিকা)

ইন্তিকাল শরীফ ও গোসল শরীফ

আল্লাহ পাকের সর্বশেষ নবী, মক্কী মাদানী, মুহাম্মাদ আরাবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইন্তিকাল শরীফের ছয় মাস পর ৩ রমযানুল মুবারক ১১ হিজরী সনে মঙ্গলবার রাতে সায়্যিদা, তাহিরা হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ২৮ বছর বয়সে ইন্তিকাল শরীফ হন। হযরত বিবি ফাতিমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কে গোসল দেওয়ায় মুসলমানদের প্রথম খলিফা, হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ এর সম্মানিতা স্ত্রী হযরত বিবি আসমা বিনতে উমাইস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا ও শরীক ছিলেন এবং তাঁকে গোসল দেওয়ার ওসিয়ত স্বয়ং সায়্যিদা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا নিজেই করেছিলেন।

(সুনানে কুবরা লিলবায়হাকী, ৪/৫৬, হাদিস: ৬৯৩০)

জানাযার নামায ও দাফন

হযরত সায়্যিদা খাতুনে জান্নাত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর জানাযার নামায কে পড়িয়েছেন, এ ব্যাপারে বিভিন্ন বর্ণনা রয়েছে, একটি বর্ণনা অনুযায়ী হযরত আলী رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ ও অন্য এক বর্ণনা অনুযায়ী

www.dawateislami.net

হযরত আব্বাস رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পড়িয়েছেন, পক্ষান্তরে অসংখ্য বর্ণনা রয়েছে, তাঁর জানাযা হযরত আবু বকর সিদ্দিক رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہُ পড়িয়েছেন।

(সুনানে কুবরা লিল বায়হাকী, ৪/৪৬, হাদিস: ৬৮৯৬)

বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাযার সম্পর্কে দুটি বর্ণনা

ইমামে আহলে সুন্নাত আলা হযরত رَحۡمَۃُ اللّٰہِ عَلَیۡہِ লিখেছেন: হযরত ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর মাযার সম্পর্কে দু'টি বর্ণনা রয়েছে: (১) বকী শরীফে (২) একেবারে রাওযায়ে আকদাসের পাশে (প্রিয় নবীর صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم মাযার শরীফের সাথে)।

একজন আশেকে রাসূল মদীনা তায়্যিবার এক আলেম সাহেবকে আরয করলেন: আমি উভয় স্থানে উপস্থিত হয়ে সালাম আরয করেছি, "আনোয়ার" পেয়েছি। তিনি বললেন: এই পবিত্র লোকেরা জায়গার দ্বারা আবদ্ধ নয়, তোমার মনোযোগ থাকা উচিত, অতঃপর নূর বর্ষণ করা তাঁদের কাজ। **(ফাতাওয়ায়ে রযবীয়া, ২৬/৪৩২)**

পুলসিরাতে ঘোষণা

সর্বশেষ নবী صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "যখন কিয়ামতের দিন আসবে, তখন একজন ঘোষণাকারী ঘোষনা করবে: হে জনসমাবেশ! নিজেদের দৃষ্টি অবনত করে নাও! যাতে হযরত ফাতেমা বিনতে মুহাম্মদে মুস্তফা صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم পুলসিরাত অতিক্রম করতে পারেন।"

(জামেয়ে সগীর, ১/৯৪৫, হাদিস: ২২৮)

কিছু বর্ণনায় অনুযায়ী কিয়ামতের দিন নবী করীম صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুবারক উটনী, যার নাম ছিল "আদ্ববা", হযরত বিবি ফাতেমা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا কেয়ামতের ময়দানে এর উপর আরোহন করে তাশরিফ

www.dawateislami.net

আনবেন। আল্লাহ পাকের রহমত হযরত বিবি ফাতেমাতুয যাহরা رَضِیَ اللّٰہُ عَنۡہَا এর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের বিনা হিসাবে ক্ষমা হোক। **(সুবুলুল হুদা ওয়াল রাশাদ, ১১/৬৩)** اٰمِین بِجَاہِ خَاتَمِ النَّبِیّٖن صَلَّی اللّٰہُ عَلَیۡہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আবে তাতহীর সে জিস মে পৌদে জমে,
উস রিয়াযে নাজাত পে লাখো সালাম।

(হাদায়িকে বখশীশ, পৃ. ৩০৯)

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

১০ বিবির গল্প

আমীরে আহলে সুন্নাত, দাওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী دَامَتۡ بَرَکَاتُہُمُ الۡعَالِیَہ বলেন: "১০ বিবির কাহিনী, শাহজাদার মাথা ও জনাবে সায়্যিদার কাহিনী" এ সবই বানোয়াট, এগুলোর কোন শরয়ী ভিত্তি নেই। এগুলো পড়া এবং সেগুলোর মান্নত করা নাজায়িয। যদি কিছু পড়তেই চান, তাহলে ইয়াসীন শরীফ পড়ে নিন, এতেও ততটুকুই সময় লাগবে যতটুকু এই বানোয়াট কাহিনী পড়তে সময় লাগে, বরং এর চেয়েও কম সময় লাগবে। অতঃপর এর বরকতও রয়েছে এবং ফযীলতও। হাদীসে পাকে রয়েছে যে, একবার ইয়াসীন শরীফ পাঠ করলে দশ বার কুরআন শরীফ পড়ার সাওয়াব অর্জিত হয়। **(তিরমিযী, ৪/৪০৬, হাদিস: ২৮৯৬)** তথ্যের অভাবে এসব গল্প প্রচলিত হয়ে পড়েছে। **(মালফুযাতে আমীরে আহলে সুন্নাত, ৩/২৭২)**

صَلُّوۡا عَلَی الۡحَبِیۡب! صَلَّی اللّٰہُ عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

আগামি সপ্তাহের পুস্তিকা

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

হেড অফিস : ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৭৪১১২৭২৬

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭

আল-ফাতাহ্ শপিং সেন্টার, ২য় তলা, ১৮২ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল ও বিকাশ নং: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯

কাশারীপট্টি, মাজার রোড, চকবাজার, কুমিল্লা। মোবাইল: ০১৭৯৪৭৮১৩২৬

পুরাতন বাবুপাড়া ফয়যানে শাহজালাল মসজিদ নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৮৭৬৮৪৫০৩৪

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com, banglatranslation@dawateislami.net, Web: www.dawateislami.net